



পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

জনসংযোগ দপ্তর

ফোন : ০৭৩১-৬৪৯৮১
ফ্যাক্স : ০৭৩১-৬৫১৩৪

তারিখ: ১৪.১২.২০২৩

প্রেস রিলিজ

পাবিপ্রবিতে শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালন

পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ বৃহস্পতিবার যথাযথ মর্যাদায় শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালন করা হয়েছে। সকাল ১০টায় প্রশাসন ভবনের সামনে থেকে শোক র্যালী বের করা হয়। র্যালী শেষে প্রশাসনের পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. হাফিজা খাতুন, উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. এস এম মোস্তফা কামাল খান, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. কে এম সালাহ উদ্দীন এবং রেজিস্ট্রার বিজন কুমার ব্রহ্ম স্বাধীনতা চত্বরে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন।

আরও শ্রদ্ধাঞ্জাপন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ, দপ্তর, হল প্রশাসন এবং বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন।

শ্রদ্ধাঞ্জলি শেষে উপাচার্য অধ্যাপক ড. হাফিজা খাতুন বলেন, “জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের আমাদের অন্তর থেকে স্মরণ করতে হবে। এই সূর্য সন্তানদের আলোয় আমাদের আলোকিত হয়ে দেশকে এগিয়ে নিতে হবে। তারা জাতির জন্য দূরবর্তী চিন্তা করতে পেরেছিলেন এবং বুদ্ধি দিয়ে এদেশের মানুষের মনোবলকে দৃঢ় করেছিলেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আমরা স্বাধীন, সার্বভৌম দেশ পেয়েছি। তাঁকে অন্তরে ধারণ করতে হবে। আমাদের শিক্ষার্থীদের মাঝে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে আরও ছড়িয়ে দিতে হবে। তিনি বন্ধুভূমিতে স্বচক্ষে দেখা, শহিদ বুদ্ধিজীবীদের হত্যার বীভৎস দৃশ্যের অবতারণা করেন এবং ১৪ ডিসেম্বরকে জেনোসাইড দিবস হিসেবে ঘোষণা দেওয়ার দাবী করেন।”

উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. এস এম মোস্তফা কামাল খান বলেন, “একটি জাতির বিনির্মাণে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আমরা স্বাধীন দেশ পেয়েছি। দেশকে মনে ধারণ ও লালন করতে হবে। আমাদের সন্তানদের মধ্যেও মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন বিষয়ে অবগত করতে হবে। একসাথে কাজ করে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, সর্বোপরি বিশ্ববিদ্যালয়কে এগিয়ে নিতে হবে।”

কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. কে এম সালাহ উদ্দীন বলেন, “আজকের দিনটি বাঙালির জন্য কলঙ্কময় ও বিভীষিকাময় দিন। পরিকল্পিতভাবে বাংলাদেশকে মেধাশূন্য করতেই এই হত্যাকাণ্ড চালানো হয়েছিল। বুদ্ধিজীবীরা তাদের মেধার মাধ্যমে জাতিকে উজ্জীবিত করেছিলেন। ১৯৭১ সালের প্রায় পুরো সময়টাই গণহত্যা সংঘটিত হয়েছিল। পরাজিত শক্তি দেশের বিরুদ্ধে এখনো ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে। ষড়যন্ত্রকে উৎখাত করে উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে হবে।”

এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রক্টর ড. মো. কামাল হোসেন, ছাত্র উপদেষ্টা ড. মো. নাজমুল হোসেনসহ বিভিন্ন অনুষদের ডিন, হল প্রভোস্ট, বিভাগীয় চেয়ারম্যান, শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন জনসংযোগ ও প্রকাশনা দপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক মো. ফারুক হোসেন চৌধুরী।



পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

জনসংযোগ দপ্তর

ফোন : ০৭৩১-৬৪৯৮১
ফ্যাক্স : ০৭৩১-৬৫১৩৪

মোনাজাতের মাধ্যমে শহিদদের আত্মার শান্তি কামনা করে অনুষ্ঠান শেষ করা হয়। বাদ যোহর কেন্দ্রীয় মসজিদে দোয়ার আয়োজন করা হয়।

(মো.বাবুল হোসেন)

সহকারী পরিচালক

জনসংযোগ ও প্রকাশনা দপ্তর

পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।